আনন্দের অন্য নাম দুঃখ, সেই কবি
তরুণ সান্যাল

আনন্দের অন্য নাম দুঃখ, যাকে পদ্মপত্রনীরে
মুহূর্তে হাসিতে রাখি, কিংবা আঁকি মুক্তা বা হীরায়,
সামান্য হাওয়ার টান সসাগরা দুঃখে যাবো ফিরে,
পুড়ে যাবো তীব্র তাপে সময়ের সমষ্টিপীড়ায়।

ভুলে যাই, পদক্ষেপে, পথের দুধারে অন্ধকার,
কোথাও বৃষ্টির নীচে কাঁচামাটি শস্যপটুয়ার
সে সুর শুনি না আমি, অদৃশ্য দৃশ্যের ছন্দ তার
হাওয়ায় বহেছে যেন, খুলেছিল রক্তের দুয়ার।

আমি সে রক্তের ঘরে অহর্নিশ দুঃখ জ্বেলে রাখি,
ঈপ্সার ধূলার দেহে জমে ওঠে পাঁক ও ব্যর্থতা,
আদিম দ্রুমের নেশা ঘিরে থাকে স্নায়ুর অটবী—

ভালোবাসি বিস্ময়ের নদীর আকাশে কিছু পাখি
প্রবাহিত স্মৃতিচিত্রে শব্দের গভীর ঘেরা লতা
আর দুঃখ গাঁথা তার আনন্দের ফুলে, সেই কবি।

স্মৃতি
শঙ্খ ঘোষ

এখানে ছিলে তুমি? এইখানে ছিলে একদিন?
ছুঁয়ে দেখি লাল মাটি, কান পেতে শুনি শালবন,
সমস্ত রাত্রির প্রেত সঙ্গে নিয়ে ফিরি, আর দেখি
তোমার শরীর নেই, তোমার আত্মাও আজ ঢেকে গেছে ঘাসে